PRINT

সমকাল

অরক্ষিত শাবি ক্যাম্পাস

২৭ বছরেও হয়নি সীমানা প্রাচীর

১৩ ঘণ্টা আগে

তন্ময় মোদক, শাবি

প্রতিষ্ঠার ২৭ বছর পেরুলেও সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবি) নির্মাণ করা হয়নি সীমানা প্রাচীর। এতে বিভিন্ন দিকে দখল হয়ে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ও পেছনের ফটকে নিরাপত্তাকর্মী থাকলেও সীমানা প্রাচীর না থাকায় এ নিরাপত্তা ব্যবস্থা কাজে আসছে না। ক্যাম্পাসে ঘটছে চুরি-ছিনতাইয়ের ঘটনা। অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের ওপর হামলার পর বেশ জোরেশোরেই উঠেছে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের দাবি। শাবি উপাচার্য অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদও সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কাজ শুরুর ঘোষণা দিয়েছেন।

গত মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পেছনের ফটকে সরেজমিনে দেখা যায়, কামরুজ্জামান মিলন নামে এক নিরাপত্তাকর্মী দায়িত্ব পালন করছেন। মিলন জানান, তারা মূলত বাইরের যানবাহন ক্যাম্পাসের ভেতরে ঢোকার বিষয়টি তদারক করেন। পেছনের গেটের পাশেই খোলা জায়গা। তা পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠ। এসব খোলা জায়গা দিয়ে অবাধে ক্যাম্পাসে যাতায়াত করছে বহিরাগতরা। শাহপরান হলের কয়েকজন শিক্ষার্থী জানান, এ হলের পেছনের টিলা দিয়েও ক্যাম্পাসে প্রবেশ করা যায়। এমনকি এসব টিলায় মোটরসাইকেল দিয়েও যাতায়াত করা যায়। যে কোনো অপরাধী ক্যাম্পাসে কোনো দুর্ঘটনা ঘটিয়ে এসব রাস্তা ব্যবহার করে নির্বিঘ্নে পালিয়ে যেতে পারে।

সামনে এগিয়ে বঙ্গবন্ধু ছাত্র হলের রাস্তার ডানপাশে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানা নির্ধারণী কয়েকটি পিলার। পিলারগুলো তিন দিক থেকে ঘেরা ইট-সিমেন্টের দেয়াল দিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু জায়গা এভাবে দেয়াল দিয়ে দখল করা হয়েছে। সামনের আরও জায়গা দখলের পাঁয়তারাও চলছে।

শাবির সৈয়দ মুজতবা আলী হল পেরিয়ে টিলারগাঁও এলাকার দিকে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানা নির্ধারণী পিলার খুঁজে পাওয়া যায় একটি বাড়ির ভেতরে। এখানে বেশকিছু জায়গা ও দোকান বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গার মধ্যে পড়েছে। এদিকেও কোনো সীমানা প্রাচীর নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কোয়ার্টারের রাস্তার শেষ মাথায় গিয়ে দেখা যায়, সেখানেও কোনো সীমানা প্রাচীর নেই। উন্মুক্ত ধানক্ষেতের পর শুরু হয়েছে খাদিমনগর ইউনিয়নের টিওরবাড়ি গ্রাম। এসব গ্রাম থেকে ক্ষেতের আল দিয়ে সহজেই চলে আসা যায় শাবির শিক্ষকদের কোয়ার্টারে। এ কোয়ার্টারের প্রথম ভবনেই থাকেন অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল।

শিক্ষক কোয়ার্টার ও বেগম সিরাজুন্নেসা হল পেরিয়ে সিকিউরিটি গার্ডদের থাকার শেড। এর পেছনেই শেষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানা।

সেখানেও দখল হয়ে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গা। পিলার ঘেঁষে তৈরি করা হয়েছে আবাসিক ভবন ও দোকানপাট।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গা দখল হওয়ার কথা স্বীকার করে শাবি রেজিস্ট্রার মুহাম্মদ ইশফাকুল হোসেন সমকালকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট থেকে সামান্য কিছু অংশে অনেক আগে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল। বাকি অংশ খোলা হওয়ায় টিলারগাঁও এলাকায় ও গার্ডদের শেডের পেছনের কিছু জায়গা দখল হয়েছে। যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গা গ্রামবাসীর কাছে থেকে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল, সেহেতু তাদের কিছু বলাও যাচ্ছে না।

শাবি উপাচার্য অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ সমকালকে বলেন, জায়গা উদ্ধারের জন্য আলোচনা চলছে। শাবির ম্যাপ দেখেই সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হবে।

© সমকাল 2005 - 2017

সম্পাদক : গোলাম সারওয়ার । প্রকাশক : এ কে আজাদ

১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৮৮৭০১৭৯-৮৫, ৮৮৭০১৯৫, ফ্যাক্স : ৮৮৭০১৯১, ৮৮৭৭০১৯৬, বিজ্ঞাপন : ৮৮৭০১৯০ । ইমেইল: info@samakal.com